গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সমন্বয় শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.mora.gov.bd

নং-১৬.০০.০০০০.০২১.০১.০০১.২৫.২৮৮

তারিখ: ১৯ ভাদ্র, ১৪৩২
০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫

বিষয়: আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজা-২০২৫ উদযাপন উপলক্ষে পূজা মন্ডপসমূহের নিরাপত্তা, আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে করণীয় নির্ধারণে আন্ত:মন্ত্রণালয় প্রস্তুতিমূলক সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন।

উপর্যুক্ত বিষয়ে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা ড. আ. ফ. ম. খালিদ হোসেন এর সভাপতিত্বে গত ৩১.০৮.২০২৫ তারিখ অনুষ্ঠিত আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজা-২০২৫ উদযাপন উপলক্ষে পূজা মন্ডপসমূহের নিরাপত্তা, আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে করণীয় নির্ধারণে আন্ত:মন্ত্রণালয় প্রস্তুতিমূলক সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহে আপনার মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অংশটুকু বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: সভার কার্যবিবরণী

আজম উদ্দীন তালুকদার
সিনিয়র সহকারী সচিব
৫৫১০১১৬৮
cord_sec@mora.gov.bd

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪. সচিব, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৫. সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬. সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭. সচিব, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮. সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯. সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, আগারগাঁও, ঢাকা।
১০. মহা-পুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ, পুলিশ সদর দপ্তর, ঢাকা।
১১. অতিরিক্ত সচিব (সকল), ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১২. মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, আগারগাঁও, ঢাকা।
১৩. মহাপরিচালক, ডিজিএফআই, ঢাকা।
১৪. মহাপরিচালক, এনএসআই, ঢাকা।
১৫. মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা।
১৬. ওয়াকফ প্রশাসক, বাংলাদেশ ওয়াকফ প্রশাসকের কার্যালয়, মগবাজার, ঢাকা।
১৭. উপদেষ্টার একান্ত সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা (মাননীয় উপদেষ্টা মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
১৮. ভাইস চেয়ারম্যান, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, পরীবাগ, ঢাকা।
১৯. সচিব, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, পরীবাগ, ঢাকা।
২০. সচিবের একান্ত সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
২১. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, কেন্দ্রীয় কার্যালয় "পল্টন টাওয়ার"স্যুট নং-৩০৫, ৪র্থ তলা, ৮৭ পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা।
২২. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ, ঢাকেশ্বরী মন্দির, লালবাগ, ঢাকা।
২৩. সভাপতি, রমনা কালী মন্দির পূজা উদযাপন কমিটি, রমনা, ঢাকা।
২৪. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা মহানগর সার্বজনীন পূজা উদযাপন কমিটি, ঢাকেশ্বরী মন্দির, লালবাগ, ঢাকা।
২৫. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান কল্যাণ ফ্রন্ট, ঢাকা।
২৬. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সমন্বয় শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.mora.gov.bd

বিষয়: আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজা-২০২৫ উদযাপন উপলক্ষে পূজা মন্ডপসমূহের নিরাপত্তা, আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে করণীয় নির্ধারণে আন্ত:মন্ত্রণালয় প্রস্তুতিমূলক সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	ড. আ. ফ. ম. খালিদ হোসেন, উপদেষ্টা, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
সভার তারিখ ও সময়	:	০২.০৯.২০২৫ তারিখ, রোজ: মঙ্গলবার, বিকাল: ০৩.০০ টা।
স্থান	:	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ (কক্ষ নং-১৫১৫, ভবন নং-০৬), বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের নাম ও পদবি	:	পরিশিষ্ট 'ক'।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। সভার শুরুতে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব একেএম আফতাব হোসেন প্রামানিক আগত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর কর্মকর্তা, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ, মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটি, বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান কল্যাণ ফ্রন্ট, শ্রীশ্রী রমনা কালী মন্দির ও মা আনন্দময়ী আশ্রম ও রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিনিধিসহ উপস্থিত সকলকে আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজার অগ্রীম শুভেচ্ছা জানান। তিনি উল্লেখ করেন প্রতি বছরের ন্যায় এবছর শারদীয় দুর্গাপূজার পূর্বে আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণসহ সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রস্তুতিমূলক সভার আয়োজন করা হয়েছে। পূজা মন্ডপের নিরাপত্তার জন্য সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে যাতে সারাদেশে শারদীয় দুর্গাপূজা শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করা যায়। অত:পর তিনি সভার কার্যপত্র মোতাবেক আলোচ্য বিষয় উপস্থাপনের জন্য যুগ্মসচিব (সমন্বয় ও সংস্কার) জনাব মোহাম্মদ মাহবুব আলম-কে আহবান করেন।

০২। হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব তপন মজুমদারসহ বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ, মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটি, বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান কল্যাণ ফ্রন্ট, শ্রীশ্রী রমনা কালী মন্দির, মা আনন্দময়ী আশ্রম, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিনিধিগণ উৎসবমুখর পরিবেশে পূজা উদ্‌যাপনের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করে তাদের মতামত ব্যক্ত করেন। প্রতিটি পূজামন্ডপে পালাক্রমে পাহারা/নজরদারি জোরদার করতে হবে এবং ফেসবুকের মাধ্যমে গুজব ও অপপ্রচাররোধে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে তৎপর থাকার বিষয়ে তাঁরা সভাকে অবহিত করেন।

০৩। সভাপতি উল্লেখ করেন যে, উৎসবমুখর পরিবেশে আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজা উদযাপনের জন্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করত হবে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার পাশাপাশি পূজা মন্ডপের নিজস্ব স্বেচ্ছাসেবক টিম গঠন করতে হবে এবং প্রয়োজনে আনসার-ভিডিপি'র মাধ্যমে পাহারার ব্যবস্থা করতে হবে। পূজা মন্ডপে সিসি ক্যামেরা ও জেনারেটর স্থাপন করতে হবে। কোন সমস্যার সৃষ্টি হলে তাৎক্ষণিক আইন শৃংখলা বাহিনীকে অবহিত করতে হবে। তাছাড়া সক্রিয়ভাবে পূজা উদ্‌যাপন কমিটির সদস্যদের নিরাপত্তার উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়নে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে হবে। কোন গুজবে কান দেয়া যাবে না। প্রকৃত ঘটনা না জেনে মিথ্যা অভিযোগ করে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটানো যাবেনা। এদেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ঐতিহ্য দীর্ঘদিনের। এটাকে সমুন্নত রাখতে হবে।

৪। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর শারদীয় দুর্গাপূজা-২০২৫ উদযাপনে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

ক্রম	বিষয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ	বাস্তবায়নে
১.	মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা কর্তৃক পূজামন্ডপ পরিদর্শন (সুবিধাজনক সময়ে)	আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ হতে ২ অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত শারদীয় দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত পূজায় মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা কর্তৃক আগামী ১৪.০৯.২০২৫ হতে ১৮.০৯.২০২৫ তারিখের মধ্যে পূজামন্ডপসমূহ পরিদর্শন করবেন। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	১. মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা কর্তৃক আগামী ১৪.০৯.২০২৫ হতে ১৮.০৯.২০২৫ তারিখের মধ্যে পূজামন্ডপসমূহ পরিদর্শনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ২. মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার পরিদর্শনের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত মন্দিরসমূহ প্রস্তুত রাখা: (ক) ঢাকেশ্বরী মন্দির, লালবাগ, ঢাকা; (খ) শ্রীশ্রী রমনা কালী মন্দির ও মা আনন্দময়ী আশ্রম, ঢাকা; (গ) রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন, ঢাকা।	১. মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার দপ্তর ২. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ৩. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ৪. বাংলাদেশ পুলিশ হেডকোয়ার, ঢাকা ৫. ডিজিএফআই ৬. স্পেশাল ব্রাঞ্চ, বাংলাদেশ পুলিশ ৭. হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাষ্ট ৮. বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ ৯. মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটি ১০. বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান কল্যাণ ফ্রন্ট ১১. শ্রীশ্রী রমনা কালী মন্দির ও মা আনন্দময়ী আশ্রম ১২. রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন ১৩. ঢাকেশ্বরী মন্দির, লালবাগ, ঢাকা।
২.	মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার সাথে বিশিষ্ট হিন্দু ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গের শারদীয় শুভেচ্ছা বিনিময় (সুবিধাজনক সময়ে)	মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার সাথে বিশিষ্ট হিন্দু ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গের শারদীয় শুভেচ্ছা বিনিময়ের বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।	আগামী ১৪.০৯.২০২৫ হতে ১৮.০৯.২০২৫ তারিখের মধ্যে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার সাথে হিন্দু ধর্মীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের শারদীয় দুর্গাপূজার শুভেচ্ছা বিনিময়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে হবে।	১. মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার দপ্তর ২. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ৩. হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাষ্ট
৩.	পূজামন্ডপ নির্মাণকালে নিরাপত্তা।	ক. পূজামন্ডপসহ প্রতিমা নির্মাণের স্থানগুলোতে আগে থেকেই নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে স্থানীয় প্রশাসন এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান।	পূজামন্ডপসহ প্রতিমা নির্মাণের স্থানগুলোতে আগে থেকেই নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।	১. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ২. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ৩. স্থানীয় সরকার বিভাগ ৪. বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ ৫. মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটি ৬. বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান কল্যাণ ফ্রন্ট
		খ. নিরাপত্তার স্বার্থে সহজে যোগাযোগ করা যায় এমন জায়গায়	নিরাপত্তার স্বার্থে সহজে যোগাযোগ করা যায় এমন জায়গায় পূজামন্ডপ স্থাপন	

ক্রম	বিষয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ	বাস্তবায়নে
		পূজামন্ডপ স্থাপন করার বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	করতে হবে।	৭. শ্রীশ্রী রমনা কালী মন্দির ও মা আনন্দময়ী আশ্রম ৮. রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন
৪.	পূজামন্ডপগুলোতে সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।	ক. পূজামন্ডপসমূহে আইপি ক্যামেরা এবং প্রয়োজনে রিচার্জেবল আইপি ক্যামেরা স্থাপন করা এবং আইপি ক্যামেরায় ধারণকৃত ভিডিও ফুটেজ রেকর্ড ও সংরক্ষণ। স্থাপনকৃত আইপি ক্যামেরা/সিসি ক্যামেরার সাথে সংশ্লিষ্ট ইউএনও অফিস ও থানাকে সংযুক্তকরণের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।	১. পূজা উদযাপন কমিটিকে পূজামন্ডপসমূহে আইপি ক্যামেরা এবং প্রয়োজনে রির্চাজএবল আইপি ক্যামেরা স্থাপন করতে হবে। ২. আইপি ক্যামেরায় ধারণকৃত ভিডিও ফুটেজ রেকর্ড ও সংরক্ষণ এবং স্থাপনকৃত আইপি ক্যামেরা/সিসি ক্যামেরার সাথে সংশ্লিষ্ট ইউএনও অফিস ও থানাকে সংযুক্ত করতে হবে।	১. বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ ২. মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটি ৩. বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান কল্যাণ ফ্রন্ট ৪. শ্রীশ্রী রমনা কালী মন্দির ও মা আনন্দময়ী আশ্রম ৫. রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন
		খ. স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে শারদীয় দুর্গাপূজার প্রতিমা বিসর্জনের বিষয়ে হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টকে নির্দেশনা প্রদানের বিষয় সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।	স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে শারদীয় দুর্গাপূজার প্রতিমা বিসর্জন করতে হবে।	১. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ২. স্থানীয় সরকার বিভাগ ৩. হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট ৪. বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ ৫. মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটি ৬. বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান কল্যাণ ফ্রন্ট ৭. শ্রীশ্রী রমনা কালী মন্দির ও মা আনন্দময়ী আশ্রম ৮. রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন
		গ. শারদীয় দুর্গাপূজার প্রতিমা বিসর্জনের লক্ষ্যে ঘাটের সংখ্যা বাড়ানের বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	শারদীয় দুর্গাপূজার প্রতিমা বিসর্জনের লক্ষ্যে ঘাটের সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সদরঘাট, কাঞ্চন ব্রিজ, বসিলা ইত্যাদি স্থান পরিদর্শন করে (ক) মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটি (খ) বাংলাদেশ হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান কল্যাণ ফ্রন্ট এবং (গ) বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ এবং (ঘ) হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।	

ক্রম	বিষয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ	বাস্তবায়নে
		ঘ. শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে সার্বক্ষণিক নিরাপত্তার জন্য পূজামন্ডপ ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক পুলিশ, বিজিবি, র‍্যাব, আনসার ও গোয়েন্দা সংস্থার সদস্য মোতায়েন এবং টহল নিশ্চিত করণের জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।	শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে নিরাপত্তার জন্য পূজামন্ডপ ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক পুলিশ, বিজিবি, র‍্যাব, আনসার ও গোয়েন্দা সংস্থার সদস্য মোতায়েন এবং টহল নিশ্চিত করণের জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।	১. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ২. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ৩. স্থানীয় সরকার বিভাগ ৪. বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ ৫. মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটি ৬. বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান কল্যাণ ফ্রন্ট ৭. শ্রীশ্রী রমনা কালী মন্দির ও মা আনন্দময়ী আশ্রম ৮. রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন
		ঙ. পূজামন্ডপের সার্বক্ষণিক ও সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষে পূজামন্ডপের নিকটবর্তী স্থানে দায়িত্ব পালনকারী আনসার সদস্য/নিরাপত্তা-কর্মীদের আবাসনের ব্যবস্থা করার বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।	১. শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে সার্বক্ষণিক নিরাপত্তার জন্য পুলিশ ও র‍্যাব টহল নিশ্চিত করতে হবে। ২.পুজামন্ডপের নিকটবর্তী স্থানে দায়িত্ব পালনকারী আনসার সদস্য /নিরাপত্তা-কর্মীদের আবাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।	১. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ২. বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ ৩. মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটি ৪. বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান কল্যাণ ফ্রন্ট ৫. শ্রীশ্রী রমনা কালী মন্দির ও মা আনন্দময়ী আশ্রম ৬. রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন
		চ. পূজা বিসর্জন এলাকা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখাসহ সংশ্লিষ্ট এলাকার সড়কে পর্যাপ্ত সড়ক বাতির ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে নির্দেশনা প্রদানের বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	সারাদেশে শারদীয় দুর্গাপূজা চলাকালীন পূজামন্ডপ ও পার্শ্ববর্তী এলাকা পরিস্কার-পরিছন্ন রাখাসহ সংশ্লিষ্ট এলাকার সড়কে এবং সংলগ্ন এলাকায় পর্যাপ্ত সড়ক বাতির ব্যবস্থা করতে হবে।	১. স্থানীয় সরকার বিভাগ ২. বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ ৩. মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটি ৪. বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান কল্যাণ ফ্রন্ট ৫. শ্রীশ্রী রমনা কালী মন্দির ও মা আনন্দময়ী আশ্রম ৬. রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন
		ছ. প্রতিমা বিসর্জনের পর পূজামন্ডপ স্থলে কোন প্রকার অনুষ্ঠানের আয়োজন করা থেকে বিরত থাকার বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	প্রতিমা বিসর্জনের পর পূজামন্ডপ স্থলে কোন প্রকার অনুষ্ঠানের আয়োজন না করা।	
৫.	দুর্গাপূজায় বিঘ্নসৃষ্টিকারী ও দুষ্কৃতিকারীদের	শারদীয় দুর্গাপূজায় বিঘ্ন সৃষ্টিকারী ও দুষ্কৃতিকারীদের অশুভ	১. শারদীয় দুর্গাপূজায় বিঘ্ন সৃষ্টিকারী ও দুষ্কৃতিকারীদের অশুভ তৎপরতা রোধে কঠোর	১. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ২. হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাষ্ট ৩. বাংলাদেশ পূজা

ক্রম	বিষয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ	বাস্তবায়নে
	অশুভ তৎপরতা রোধে ব্যবস্থা গ্রহণ।	তৎপরতা রোধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করার বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়।	আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ২. কোন দুস্কৃতিকারী পূজামন্ডম এলাকায় বিশৃংখলা সৃষ্টি করলে তাৎক্ষণিকভাবে তাকে গ্রেফতার করে আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিকট সোপর্দ করতে হবে।	উদযাপন পরিষদ ৪. মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটি ৫. বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান কল্যাণ ফ্রন্ট ৬. শ্রীশ্রী রমনা কালী মন্দির ও মা আনন্দময়ী আশ্রম ৭. রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন
৬.	দুর্ঘটনারোধে ব্যবস্থা গ্রহণ ও উদ্ধার কার্যক্রম গ্রহণ।	ক. পূজামন্ডপে অগ্নিকান্ডসহ অন্যান্য যে কোন দুর্ঘটনারোধে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ।	পূজামন্ডপে অগ্নিকান্ডসহ অন্যান্য যে কোন দুর্ঘটনারোধে সংশ্লিষ্ট সকলকে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ২. বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ ৩. মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটি ৪. বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান কল্যাণ ফ্রন্ট ৫. শ্রীশ্রী রমনা কালী মন্দির ও মা আনন্দময়ী আশ্রম ৬. রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন
		খ. বিজয়া দশমীর দিনে প্রতিমা বিসর্জনের নিকটবর্তী স্থানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের ডুবুরি দল/নৌ-পুলিশ/কোস্টগার্ডের ডুবুরি দলকে প্রস্তুত রাখা এবং স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে রাত ৭.০০ টার মধ্যে বিসর্জন কার্যক্রম শেষ করার বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	১. বিজয়া দশমীর দিনে প্রতিমা বিসর্জনের নিকটবর্তী স্থানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের ডুবুরি দল, নৌ-পুলিশ এবং কোস্টগার্ডের ডুবুরি দলকে প্রস্তুত রাখতে হবে। ২. রাত ৭.০০ টার মধ্যে স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে প্রতিমা বিসর্জনের কার্যক্রম শেষ করতে হবে।	
		গ. পূজামন্ডপ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রত্যেক পূজামন্ডপে স্থানীয় প্রশাসন, থানা, পুলিশ ফাঁড়ি এবং ফায়ার সার্ভিসের টেলিফোন নম্বর/মোবাইল নম্বর দৃশ্যমান স্থানে ঝুলিয়ে রাখা এবং প্রয়োজনে ৯৯৯ এবং ১০২ নম্বরে ফোন করা। এ বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়।	১. পূজামন্ডপ কর্তৃপক্ষকে প্রত্যেক পূজামন্ডপে স্থানীয় প্রশাসন, থানা, পুলিশ ফাঁড়ি এবং ফায়ার সার্ভিসের টেলিফোন নম্বর/মোবাইল নম্বর দৃশ্যমান স্থানে ঝুলিয়ে রাখতে হবে। ২. জরুরি প্রয়োজনে ৯৯৯ এবং ১০২ নম্বরে ফোন করার জন্য অনুরোধ করতে হবে।	
৭.	পূজামন্ডপে আগত শিশু ও নারী দর্শনার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।	প্রতিটি পূজামন্ডপে পুরুষ ও নারীদের জন্য পৃথক প্রবেশ ও বর্হিগমন পথ রাখা। কোন নারীকে উত্যক্ত করলে বা নারীর প্রতি কোন অশোভন আচরণ করলে তাৎক্ষণিকভাবে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে সভায় আলোচনা	১. প্রতিটি পূজামন্ডপে পুরুষ ও মহিলা দর্শনার্থীদের জন্য পৃথক প্রবেশ ও বর্হিগমন পথ রাখতে হবে। ২. পূজামন্ডপে আগত নারী শিশুদের উত্যক্ত করা, ইভটিজিং, মাদক সেবন ইত্যাদি রোধে প্রয়োজনীয় কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ২. বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ ৩. মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটি ৪. বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান কল্যাণ ফ্রন্ট ৫. শ্রীশ্রী রমনা কালী মন্দির ও মা আনন্দময়ী আশ্রম

ক্রম	বিষয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ	বাস্তবায়নে
		করা হয়।		৬. রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন
৮.	বিদ্যুৎ সরবরাহ নিরবচ্ছিন্ন রাখা।	ক. দুর্গাপূজা চলাকালে বিশেষ করে পূজামন্ডপ এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ নিরবচ্ছিন্ন রাখার পদক্ষেপ গ্রহণ।	শারদীয় দুর্গোৎসব চলাকালে ঢাকাসহ সারা দেশে বিশেষ করে পূজামন্ডপ এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ নিরবচ্ছিন্ন রাখার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	১. বিদ্যুৎ বিভাগ ২. ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা। ৩. পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড ৪. ডিপিডিসি ৫. ডেসকো ও ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন ৬. হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাষ্ট ৭. বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ ৮. মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটি ৯. বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান কল্যাণ ফ্রন্ট ১০. শ্রীশ্রী রমনা কালী মন্দির ও মা আনন্দময়ী আশ্রম ১১. রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন
		খ. বিদ্যুতের বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে পূজামন্ডপ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিজ নিজ পূজামন্ডপে জেনারেটর এবং চার্জার লাইটের ব্যবস্থা রাখার বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	১. বিদ্যুতের বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে পূজামন্ডপ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিজ নিজ পূজামন্ডপে চার্জলাইট ও জেনারেটরের ব্যবস্থা রাখতে হবে। ২. বিদ্যুতের ত্রুটিপূর্ণ সংযোগ থেকে বা অন্য কোন কারণে যেন কোন প্রকার অগ্নিকান্ড কিংবা দুর্ঘটনা না ঘটে সে বিষয়ে সংশ্লিষ্টদেরকে আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	
৯.	অপ্রচার/গুজব রোধে ব্যবস্থা গ্রহণ।	শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অপ্রচার/গুজব রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অপ্রচার/গুজব রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ২. তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় ৩. আইসিটি বিভাগ ৪. ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ ৫. বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ ৬. মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটি ৭. বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান কল্যাণ ফ্রন্ট ৮. শ্রীশ্রী রমনা কালী মন্দির ও মা আনন্দময়ী আশ্রম রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন

ক্রম	বিষয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ	বাস্তবায়নে
১০.	স্বেচ্ছাসেবক নিয়োজিত করণ।	সংশ্লিষ্ট পূজা উদযাপন কমিটি কর্তৃক প্রয়োজনীয় সংখ্যক পুরুষ এবং মহিলা স্বেচ্ছাসেবক এবং পাহারাদার নিয়োগ করা। স্বেচ্ছাসেবকগণকে আবশ্যিকভাবে পরিচয়পত্র আর্মব্যান্ড পরিধানের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান এবং তাদের ফোন নম্বর সংশ্লিষ্ট থানার ওসি এবং ইউএনওকে সরবরাহ করা। এ বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়।	১. সংশ্লিষ্ট পূজা উদযাপন কমিটিসমূহকে পূজামন্ডপের নিরাপত্তা বিধানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক গ্রাম পুলিশ, স্বেচ্ছাসেবক এবং পাহারাদার নিয়োজিত করতে হবে এবং তাদের সকলের ফোন নম্বর সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং ইউএনও-কে সরবরাহ করতে হবে। ২. স্বেচ্ছাসেবকদেরকে আবশ্যিকভাবে আর্ম-ব্যান্ড পরিধান/পরিচিতি কার্ড গলায় ঝুলিয়ে রাখার জন্য নির্দেশনা প্রদান করতে হবে। ৩. প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নারী দর্শনার্থীদের তল্লাশির জন্য নারী স্বেচ্ছাসেবক নিয়োজিত করতে হবে।	১. বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ ২. মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটি ৩. বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান কল্যাণ ফ্রন্ট ৪. শ্রীশ্রী রমনা কালী মন্দির ও মা আনন্দময়ী আশ্রম ৫. রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন
১১.	যানজট নিরসনে ব্যবস্থা গ্রহণ	ক. সারাদেশের পূজামন্ডপ এলাকার গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টসমূহে যাতে অবৈধ দোকান না বসে এবং গাড়ি পার্কিং করে যানজটের সৃষ্টি না হয় সে লক্ষ্যে পূর্ব থেকেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয় সভায় আলোচনা করা হয়।	দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে রাজধানীর বিশেষ করে পুরান ঢাকা, নবাবপুরে রাস্তাসহ সারাদেশের পূজামন্ডপ এলাকার গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টসমূহে যাতে যানজটের সৃষ্টি না হয় সে লক্ষ্যে পূর্ব থেকেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ২. স্থানীয় সরকার বিভাগ ৩. জেলা প্রশাসন (সকল) ৪. হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাষ্ট ৫. বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ ৬. মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটি ৭. বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান কল্যাণ ফ্রন্ট ৮. শ্রীশ্রী রমনা কালী মন্দির ও মা আনন্দময়ী আশ্রম ৯. রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন
		খ. মাদক, হাউজি কিংবা জুয়ার আসর প্রতিহত করার জন্য মেলা কিংবা অন্য কোন অনুষ্ঠানের আয়োজনকে নিরুৎসাহিত করার বিষয় সভায় আলোচনা করা হয়।	পূজামন্ডপের আশেপাশে রাস্তার উপরে অবৈধ দোকান ও স্থাপনা উচ্ছেদের কার্যক্রম গ্রহণ এবং রাস্তার উপরে অবৈধভাবে কেউ যাতে গাড়ি পার্ক না করে কিংবা মাদক, হাউজি কিংবা জুয়ার আসর না বসে সে লক্ষ্যে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।	

ক্রম	বিষয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ	বাস্তবায়নে
১২.	আযান ও নামাজের সময় বাদ্যযন্ত্র ও মাইকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে রাখা।	আযান ও নামাজের সময়ে মসজিদের পার্শ্ববর্তী পূজামন্ডপগুলোতে এবং প্রতিমা বিসর্জনস্থলে শব্দ যন্ত্রের ব্যবহার সীমিত রাখার বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	আযান ও নামাজের সময়ে মসজিদ পার্শ্ববর্তী পূজামন্ডপগুলোতে পূজা চলাকালে এবং বিসর্জনকালে শব্দ যন্ত্রের ব্যবহার সীমিত রাখা ও উচ্চস্বরে শব্দযন্ত্র ব্যবহার না করার জন্য সংশ্লিষ্টদেরকে অনুরোধ করতে হবে।	১. হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাষ্ট ২. বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ ৩. মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটি ৪. বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান কল্যাণ ফ্রন্ট ৫. শ্রীশ্রী রমনা কালী মন্দির ও মা আনন্দময়ী আশ্রম ৬. রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন
১৩.	ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক কর্তৃক পূজা উদযাপনে বিঘ্ন সৃষ্টি না করা	সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সদস্য হিসেবে মুসলিম কিংবা অন্য সম্প্রদায়ের কোন লোক যেন শারদীয় দুর্গাপূজায় বিঘ্ন সৃষ্টি না করে সেজন্য তাদেরকে সতর্ক করা দরকার। এজন্য জুম'আর দিনে প্রাক খুতবায় মসজিদের খতিব/ ইমামগণ কর্তৃক কুরআন ও হাদিসের আলোকে মুসল্লিদেরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়।	সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সদস্য হিসেবে মুসলিম কিংবা অন্য সম্প্রদায়ের কোন লোক যেন শারদীয় দুর্গাপূজায় বিঘ্ন সৃষ্টি না করে সেজন্য তাদেরকে সতর্ক করতে হবে। এজন্য জুমুআর দিনে প্রাক খুতবায় মসজিদের খতিব/ ইমামগণ যাতে কুরআন ও হাদিসের আলোকে মুসল্লিদেরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেন সে বিষয়ে সকল মসজিদের খতিব/ইমামগণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।	১. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ২. মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন
১৪.	নিয়ন্ত্রণ কক্ষ স্থাপন	জেলা সদরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় এবং উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে একটি করে নিয়ন্ত্রণ কক্ষ স্থাপন এবং নিয়ন্ত্রণ কক্ষের টেলিফোন নম্বর পূজা উদযাপন কমিটি ও সংশ্লিষ্টদের অবহিত করার লক্ষ্যে জেলা প্রশাসক এবং উপজেলা নির্বাহ অফিসারগণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়।	১. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে নিয়ন্ত্রণ কক্ষ স্থাপন করে নিয়ন্ত্রণ কক্ষের টেলিফোন নম্বর পূজা উদযাপন কমিটি ও সংশ্লিষ্টদের যথাসময়ে অবহিত করতে হবে। ২. পুলিশ সদর দপ্তর, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনারের কার্যালয়, জেলা প্রশাসকের কার্যালয় এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে একটি করে নিয়ন্ত্রণ কক্ষ স্থাপন করতে হবে। এ নিয়ন্ত্রণ কক্ষের টেলিফোন নম্বর পূজা উদযাপন কমিটি ও সংশ্লিষ্টদেরকে অবহিত করতে হবে। ৩. হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টে কেন্দ্রীয়ভাবে একটি কন্টোল রুম স্থাপন করতে হবে।	১. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ২. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ৩. জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ৪. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ৫. হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

পরিশেষে, সভাপতি সভায় উপস্থিত সকলকে মূল্যবান মতামত প্রদানের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি সংশ্লিষ্ট সকলকে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে শারদীয় দুর্গাপূজা উদ্‌যাপনে ভূমিকা রেখে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ঐতিহ্য রক্ষার আহবান জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

02.09.25

ড. আ. ফ. ম. খালিদ হোসেন
উপদেষ্টা
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

নম্বর- ১৬.০০.০০০০.০২১.০৮.০০৬.২৫.২৮৭

তারিখ: ১৮ ভাদ্র ১৪৩২ / ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪. সচিব, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৫. সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬. সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭. সচিব, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮. সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯. সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, আগারগাঁও, ঢাকা।
১০. মহা-পুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ, পুলিশ সদর দপ্তর, ঢাকা।
১১. অতিরিক্ত সচিব (সকল), ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১২. মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, আগারগাঁও, ঢাকা।
১৩. মহাপরিচালক, ডিজিএফআই, ঢাকা।
১৪. মহাপরিচালক, এনএসআই, ঢাকা।
১৫. মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা।
১৬. ওয়াকফ প্রশাসক, বাংলাদেশ ওয়াকফ প্রশাসকের কার্যালয়, মগবাজার, ঢাকা।
১৭. উপদেষ্টার একান্ত সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা (মাননীয় উপদেষ্টা মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
১৮. ভাইস চেয়ারম্যান, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, পরীবাগ, ঢাকা।
১৯. সচিব, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, পরীবাগ, ঢাকা।
২০. সচিবের একান্ত সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
২১. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, কেন্দ্রীয় কার্যালয় "পল্টন টাওয়ার" স্যুট নং-৩০৫, ৪র্থ তলা, ৮৭ পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা।
২২. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ, ঢাকেশ্বরী মন্দির, লালবাগ, ঢাকা।
২৩. সভাপতি, রমনা কালী মন্দির পূজা উদযাপন কমিটি, রমনা, ঢাকা।
২৪. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা মহানগর সার্বজনীন পূজা উদযাপন কমিটি, ঢাকেশ্বরী মন্দির, লালবাগ, ঢাকা।
২৫. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান কল্যাণ ফ্রন্ট, ঢাকা।
২৬. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন, ঢাকা।

০২/০৯/২০২৫

আজম উদ্দীন তালুকদার
সিনিয়র সহকারী সচিব
৫৫১০১১৬৮
cord_sec@mora.gov.bd